মোস্তফা কামালকে আমার কিছু প্রশ্ন?

খোর্শেদ আলম চৌধরী

আমি ইন্টারনেটে খুব একটা লিখি না; তবে নিয়মিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ পড়ে থাকি। তবে বাংলাদেশের রাজনীতি বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করলে আমি জবাব দিতে চেস্টা করি। তেমনি সম্প্রতি ভিন্নমতে জনাব মোস্তফা কামালের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি করাতে আমার এই লেখা। জনাব মোস্তফা কামাল বলেছেন ''একাত্তুরে বাঙ্গালি মুক্তিযুদ্ধারা শেখ মুজিবের নামে যুদ্ধ করে নাই।'' এটা যে একটি ঢাহা মিথ্যাকথা সেটা প্রমান করার জন্যই আমার এ লেখা।

মোস্তফা সাহেবের মতে একাত্তুরে সারা বাংলার মানুষ যুদ্ধকরে (কোন নেতার নির্দেশনা ছাড়াই) স্বাধীনতা এনেছিল এবং তাতে বঙ্গবন্ধুর কোন অবদান নেই! তিনি আরও বলেছেন যে আসলে শেখমুজিব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভের আশায় বসে ছিলেন। তবে রক্ষা যে তিনি বলেননি যে আচমকা কালুর ঘাট থেকে মেজর জিয়া (একটি ড্রামের উপর দাড়িয়ে) স্বাধীনতার ঘোষনা দিলেন, অমনি সবাই মুক্তিযুদ্ধে জাপিয়ে পরে এবং দেশ স্বাধীন করে ফেলে। অথবা, মাওলানা ভাসানী সেদিন মুক্তিযুদ্ধের আসল প্রেরনার উৎস ছিলেন। ইতিহাস বলে, ১৯৭১ এর ১৭ ই মার্চ চট্টগ্রামের ন্যাপ (ভাসানী)এর এক বিশাল জনসভায় মাওলানা ভাসানী বললেন- 'শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন-কোনও আপসের অবকাশ আর নেই'। তা'হলে মাওলানা ভাসানীও কি মিথ্যা বলেছিলেন সেদিন?

মোস্তফা সাহেবের কথার শক্ত জবাব দিয়েছেন আমদের ছগির আলী সাহেব। ছগির সাহেব একাত্তুরের মার্চে বঙ্গবন্দ্ধ-ইয়াহিয়ার মিটিং এর যথার্থ বিশ্লেষন দিয়েছেন। বঙ্গবন্দ্ধুর ছয়দফাই ছিল বাংলার আসল স্বাধীনতা এবং ইতিহাস স্বাক্ষী শেখমুজিব একত্তুরে তার ছয়দফার দাবীথেকে একতিলও নড়েন নাই। এবং সেটাই ছিল বঙ্গবন্দ্ধু এবং ইয়াহিয়া মিটিং এর Bottle-neck (যেজন্য সেই মিটিং এর কোন অগ্রগতিই হয় নাই)যার জন্য ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ হত্যাযজ্ঞ সুরু করেন। আর আমাদের মোস্তফা সাহেব বলেছেন শেখমুজিব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য অধির-আগ্রহে বসে ছিলেন! আমার জিজ্ঞাসা মোস্তফা সাহেবকে, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক সভায় বঙ্গবন্দ্ধু কেন বলেছিলেন, ' *''আমি প্রধান মন্ত্রিত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের মুক্তি চাই''* । মোস্তফা সাহেবে কাঁনে কি বাজে এসব কথা?

বাংলার মানুষ জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকলেই সেদিন জানত কে ছিল বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। এমনকি বাংলার আকাশ,বাতাস, ধুলিকনা, নদী-নালা, খাল-বিল সবই জানত সেদিন বাংলার রাজা কে ছিল। একাত্তুরে বঙ্গবান্ধু ছিলেন

বাঙ্গালী জাতির সুর্য। বাংলার প্রতিটি মানুষ সেদিন একটিমাত্র নামের প্রেরনায় মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং সে মানুষটি ছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধা মুখে ‘‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’’ বলেই যুদ্ধকরেছে একথা কোন মুক্তিযুদ্ধাই অস্বীকার করতে পারবে না। আমি হলফ করে বলতে পারি—এই পৃথিবীর কোন দেশের স্বাধীনতা স্বংগ্রাম সুধু একটি একক নেতার নামে গড়ে উঠে নাই; কিন্তু এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বংগ্রাম গড়ে উঠেছিল সুধু একটি নেতাকে কেন্দ্র করে এবং পুরো যুদ্ধটাই চলেছিল সুধু একটি নামকে কেন্দ্র করে। এ নামকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছিল কত গান এবং কবিতা! এসব কথা কি আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম? ভুলে গেলাম একুত্তুরের স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত সেই ‘বজ্রকণ্ঠ’? হায়রে অভাগা অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী!

স্মৃতিতে মনে পরে, একাত্তুরের সেই উত্তাল দিনগুলোতে ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ীটিতে সবসময়ই লেগে থাকত সাধারণ এবং বহু অসাধারণ বাঙ্গালীদের ভীর। ৩২নং ধানমন্ডি হয়ে উঠেছিল বাঙ্গালীর তীর্থস্থান। আমি কখনো দেখিনি সেখানে ভীর কমতে। কত বড় বড় নেতা-পাতি নেতাগন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত সুধু একনজর বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য। এমনি একদিন দেখতে পেলাম গোলাম আজম দাড়িয়ে আছে অধির অপেক্ষায় যদি একবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ভাবছি, সেদিন বাঙ্গালীরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে না গিয়ে ভবিষ্যৎ ঘোষনাকারীর মেজর জিয়ার বাড়িতে কেনো গেলনা? গোলাম আজমকে এখন জিজ্ঞেস করলে সোজা অস্বীকার করবে।

আমি কাউকেই আর কোন চেলেঞ্জ করব না। কারণ, মিথ্যচারীরা কখনো কোন যুক্তি মানে না। আমি শুধু কিছু প্রশ্ন রাখব পাঠকদের কাছে এবং অতি উৎসাহী সেইসব বিএনপি চাটুকারদের কাছে। অমার সবিনয় অনুরুদ সবার কাছে যে উনারা যেন আমার প্রশ্নগুলোর সত্যিকার জবাব দেন। পাঠকগন মনে করুন, একাত্তুরে মুক্তিযুদ্ধ কোন একক নেতাকে কেন্দ্র করে চলে নাই বা বঙ্গবন্ধু বলতে কেউ ছিলেন না। অথবা ধরে নিন যে জেনারেল জিয়া প্রেমিকরা যা বলছেন বা লিখছেন তাই সব সত্যি এবং ইতিহাসের কথা। অমরা সাধারণ বাঙ্গালিরা যাহা লিখছি, অথবা মুজিব ভক্তরা যাহা লিখছে বা বলছে তা সবই মিথ্যা এবং বিকৃত। এখন আপনারা সকলে দয়া করে আমার এই অধীনের নিম্নে দেওয়া প্রশ্নগুলোর জাবাব দিবেন কি?

(১) সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের রক্ষিত ইতিহাস গ্রন্তে বাংলাদেশের স্বাদীনতার বর্ণানা দিতে গিয়ে প্রথম কটি লাইনেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাদীনতা বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে রেকর্ড হল কেনো? (২) স্বাদীনতার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মেজর জিয়ার নাম সেই ইতিহাসে নেই কেনো? (৩) একাত্তুরের সেই উত্তাল দিনগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিছিল সারা ঢাকা সহরের রাস্তা প্রদক্ষিন করে শেষ পর্যন্ত ৩২নং বাড়ীর সামনে এসে শেষ হত কেনো? (৪) তারা সেদিন ঘোষনাকারীর মেজর জিয়ার বাড়ীর সামনে যেত না কেনো?

জিয়াসহ) এবং সকল মুক্তিকামী বাঙ্গালীরা (রাজাকার ছাড়া) তাদের পপুলার স্লোগান হিসেবে 'জয় বাংলা' এবং 'জয় বঙ্গবন্ধু' উচ্চারন করেছে? (৬) কেনো কেহই 'জয় জিয়া' বলে নাই সেদিন? (৭) কেনো একাত্তুরের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর অস্তায়ী বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের প্রেশিডেন্ট এবং মুক্তিযোদ্বের প্রধান কমান্ডার বানিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে? (৮) কেনো সেদিন মেজর জিয়াকে (ঘোষনাকারীকে) প্রেসিডেন্ট এবং মুক্তিযদ্ধের প্রধান কমান্ডার বানালোনা, অথবা সেই স্থান কে 'জিয়ানগর' নাম দিল না? (৯) কেনো ১৬ই ডিসেম্বরের মুক্তিযোদ্ধের বিজয়ের পর সকল বাঙ্গালীগন চাতকের কাকের ন্যায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও দেশে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষায় ছিল? (১০) কেনো সেদিন কেহই মেজর জিয়ার দেশে ফেরার অপেক্ষায় (তার নিজস্ব লোকছারা) ছিল না? (১১) কেনো সেদিন হাজার হাজার বাঙ্গালিরা বঙ্গবন্ধুর মঙ্গলের জন্য রোজা রেখেছিল? (১২) সেদিনকি কেউ মেজর জিয়ার জন্য রোজা রেখেছিল? (১৩) একেত্তুরের বিজয়ের পর বাহাত্তুরের ১০ই জানুয়ারীতে বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরছিলেন তখন কেনো লক্ষ লক্ষ অশ্রুসজল এবং স্বতঃস্ফুর্ত উৎসাহী উদ্বেলিত বাংলালীরা ঢাকার কুর্মীটলা বিমান বন্দরে বাধভাঙ্গা নদীর ন্যায় ভেঙ্গে পরেছিল? (১৪) মেজর জিয়া যখন দেশে ফিরছিলেন, তখন কজন বাঙ্গালী গিয়েছিল তাকে গ্রহন করতে? (১৫) কেনো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সুপ্রিম হেড অব দ্যা স্টেট বিনাবাধায় বঙ্গবন্ধুকেই বানানো হয়েছিল? (১৬) কেনো মেজর জিয়াকে (যিনি নাকি স্বাধীনতার ভেপু বাজিয়েছিলেন?) প্রধানমন্ত্রী বানানো হল না? (১৭) পাকিস্তানের বিখ্যাত হামিদুর রহমান রিপোর্টে কেনো বার বার বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবের নাম লেখা হয়েছে এবং সেখমুজিবকেই পাকিস্তানের ধংসকারী হিসেবে উলেখ করা হল? (১৮) কেনো তথাকতিথ ঘোষনাকারী মেজর জিয়াকে পাকিস্তান কোন দোষই দিলনা। (১৯) কেনো সর্বদা পাকিস্তানী সকল সংবাদিকরা এবং পাকিস্তানী জনগণ পুর্বপাকিস্তাকে ভাঙ্গার জন্য সবসময় সুধু সেখ মুজিবকেই দোষ দিত, এমনকি এখনও দিয়ে থাকে? (২০) কেনো পাকিস্তানীরা কখনো মেজর জিয়াকে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দোষ দেয় না? (২১) একাত্তুরের সেই উত্তাল দিনগুলোতে জাতিসঙ্গে (ইউনাইটেড নেসনে) যখন বারবার মিটিং এবং তর্কবিতর্ক চলছিল এই সমস্যা নিয়ে,তখন বক্তারা বারবার কার নাম উচ্চারন করত বিপ্লবী নেতা হিসেবে, সেখমুজিব নাকী মেজর জিয়ার, নাকি অন্য কোন বাঙ্গালীর নাম? (২২) একাত্তুরের সেই উত্তাল দিনগুলোতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোতে এবং আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় যখন আমাদের মুক্তিযুদ্বের সপক্ষে আন্দোলন-স্লোগান চলছিল তখন তারা কোন নেতার নাম ব্যবহার করত বিপ্লবীনেতা হিসেবে? (২৩) বাহাত্তুরের ১০ই জানুয়ারীতে বঙ্গবান্ধুর প্রত্যাবর্তনের পরে কেনো বৃটিশ রিপোর্টার ডেবিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন? (২৪) সেদিন কেনো ডেবিড ফ্রস্ট মেজর জিয়ার সাক্ষাৎকার নিল না? (২৫) একাত্তুরের পচিশে মার্চের সেই কালোরাতে কেনো টিক্কাখান স্বাদীনতার ঘোষনাকারী মেজর জিয়াকে না এরেস্ট করে ঠিক কি কারণে সুধু বঙ্গবন্ধুকেই এরেস্ট করেছিল? (২৬) একাত্তুরে যুদ্বশেষে যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরেন, তখন সকল মুক্তিযুদ্বারা কার অনুরূধে তাদের অস্ত্র ফেরত

মুক্তিযুদ্বারা তাদের আস্র-সস্র তথাকতিথ স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়ার কাছে জমা না দিয়ে কেনো তা' বঙ্গবন্ধুর কাছেই জমা দিয়েছিল?

উপরোল্লেখিত প্রশনগুলোর উত্তুর কি মোস্তফা সাহেব বা বিএনপি চাটুকারেরা দয়া করে দিবেন? আমি আরও অনেক প্রশ্নই করতে পারি। কিন্তু আমি করব না। পাঠকের কাছে আমার বিশেষ অনুরুধ রইল, ওনারা যেন উপরের প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপরের প্রশ্নগুলোর জবাবই নির্ধারণ করবে একাত্তুরে বাঙ্গালীরা কার প্রেরনায় বা কার নামে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। ধন্যবাদ।